গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.legislativediv.gov.bd

স্মারক নং- ৫৫.০০.০০০০.১১৫.২৯.০০৪.২০.৮৩ তারিখ: ৩১ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়: ২৪ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত Public Financial Management in the context of Constitutional Framework শীর্ষক সেমিনারের কার্যবিবরণী।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত Public Financial Management in the context of Constitutional Framework শীর্ষক সেমিনারের ২৪ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সিরডাপ (CIRDAP) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি এবং বিশেষ অতিথি এবং মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অব বাংলাদেশ। উক্ত সেমিনারের কার্যবিবরণী সদয় অবগতির জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

৩১/০৫/২১

(মোঃ আশিকুজ্জামান)
সহকারী সচিব
(প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন শাখা)
ফোন: ০২-৯৫৪৬০২০
ই-মেইল:
training.report@legislativediv.gov.bd

স্মারক নং- ৫৫.০০.০০০০.১১৫.২৯.০০৪.২০.৮৩ তারিখ: ৩১ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং)(সকল)/যুগ্মসচিব (বাজেট)/যুগ্মসচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
২। উপসচিব (ড্রাফটিং)(সকল)/উপসচিব (লে. অ.)(সকল)/উপসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা)/সিস্টেম অ্যানালিস্ট, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)(সকল)/সিনিয়র সহকারী সচিব (লে. অ.)/প্রোগ্রামার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৫।সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)(সকল)/সহকারী সচিব (লে. অ.)(সকল)/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার/সহকারী প্রোগ্রামার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৬। যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং-৪)(প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন শাখা)মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৭। উপসচিব (ড্রাফটিং-৪)(প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন শাখা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৮। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.legislativediv.gov.bd

বিষয়: ২৪ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত Public Financial Management in the context of Constitutional Framework শীর্ষক সেমিনারের কার্যবিবরণী।

উপরি-উক্ত বিষয়ে সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর সভাপতিত্বে সিরডাপ মিলনায়তনে ২৪ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা, আইন কমিশন, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অব বাংলাদেশ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কতিপয় মন্ত্রলালয়/বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে Public Financial Management in the context of Constitutional Framework শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি। উক্ত সেমিনারের বিশেষ অতিথি এবং মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অব বাংলাদেশ। সভায় উপস্থিতির তালিকা **সংলাগ-১** এ সংযুক্ত।

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের শুভ উদ্বোধন করেন। সভাপতি উদ্বোধনী বক্তব্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজে আরও দক্ষতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে অধিকতর দক্ষতা অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, Public Financial Management in the context of Constitutional Framework বিষয়টি সম্পর্কে এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সম্যক অবহিত হওয়া খুবই জরুরী। কারণ প্রতি বছর বাজেট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অর্থ আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি এ বিভাগ কর্তৃক ভেটিং করা হয়ে থাকে। সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে।

৩। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্ম-সচিব ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন দেশে বিদ্যমান আইনে বৈষম্যমূলক বিধান চিহ্নিতকরণ ও উহা দূরীভূতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়নের অন্যতম টার্গেট 16.b অর্জনের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার প্রকল্প' এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং উহার চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন।

৪। সভাপতি সেমিনারের বিশেষ অতিথি এবং মূল বক্তা জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অব বাংলাদেশ-কে তাঁর বক্তব্য প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

৫। জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি, প্রেক্ষাপট, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ, গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংবিধানের সংশ্লিষ্ট

অনুচ্ছেদসমূহ আলোচনা করেন । তিনি ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানকে একটি উত্তম সংবিধান হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, সংবিধানে সরকারি অর্থের সংস্থান ও ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়টি কয়েকটি ধাপে পর্যালোচনা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্ত করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করায় সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতর হয়েছে।

৬। তিনি এ সময় বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি স্তম্ভ, যথা- আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য, কার্যক্রম এবং তিনটি বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। তিনি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায় যে সকল মূলনীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

৭। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে উল্লেখিত মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত বিধানসমূহের উল্লেখ করে বলেন, স্বাধীনতার পর হতে অদ্যাবধি যতগুলো আইন হয়েছে সময়ের সাথে সাথে উক্ত বিধানসমূহের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আইন প্রণয়নের সময় মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্তিকালে এ বিভাগের কর্মকর্তাদের আরও যত্নবান হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, সংবিধানের মূল চেতনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীতব্য আইনে সরকারি অর্থের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন।

৮। তিনি সরকারি অর্থ, অর্থের উৎস, বাজেট প্রণয়ন, সংসদে অর্থ বিল পাশের প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। তিনি আরও বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে সরকারি অর্থের ব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহির বিষয়টি অধিকতর গণতান্ত্রিক এবং স্বচ্ছতর প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। সরকারি অর্থের উৎস এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি যত বেশি নিরীক্ষণ ধাপের মধ্য দিয়ে যাবে সরকারি অর্থের অপচয় তত কমিয়ে আনা সম্ভব হবে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

৯। তিনি সংবিধানে উল্লিখিত মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর দায়িত্ব, কর্তব্য ও মর্যাদা সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং অন্যান্য দেশের সাথে এ বিষয়ের তুলনামূলক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তিনি এ সংক্রান্ত আইনসমূহের উল্লেখক্রমে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ আলোচনা করেন। এ সময় তিনি অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

১০। তিনি ২০০৯ সালে প্রণীত সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের পটভূমি ও গুরুত্ব উপস্থাপন করেন। উক্ত আইনটি প্রণয়নের ফলে সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা ও এ সংক্রান্ত জবাবদিহিতার বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

১১। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে সেমিনার আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, যে কোনো রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসেবে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে সমৃদ্ধ আইনী কাঠামো। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করে সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং সুসংহত আইনী কাঠামো বিনির্মাণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ আইনের শাসন ও মানবাধিকার নিশ্চিত করে রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করা। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা বিশ্বনেত্রী শেখ হাসিনার সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বে উন্নয়নের রাজনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবনমানের উন্নতি হচ্ছে এবং বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। উন্নয়নের অনেক সূচক বা মানদণ্ডে আজ বাংলাদেশ বিশ্বে

স্বীকৃত ও অনুকরণীয়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনকালে সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত বিনির্মাণের রূপকল্প ২০২০-২০২১ অর্থাৎ ২০২১ সালের আগে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন ও ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ এবং সর্বোপরি ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

১২। মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যে রূপরেখা তৈরি করেছিলেন তাতে তিনি চেয়েছিলেন সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি যেন জনপ্রতিনিধির হাতে থাকে। যারা জনগণের ভোটে ক্ষমতা অর্জন করে থাকে তারাই যেন সরকারি অর্থের বিষয়ে স্বচ্ছভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য তিনি আমাদের সংবিধানে এ বিষয়ে একটি আলাদা অধ্যায় সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি বলেন, আইনসভাই হবে জনগণের টাকায় ট্যাক্সেশনের মূল কান্ডারি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উন্নত সংবিধানের ন্যায় আমাদের সংবিধানে একদিকে যেমন জাতীয় সংসদকে সরকারি অর্থের ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন তেমনি সংবিধানে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী উল্লেখ করে একটি সাংবিধানিক পদের মাধ্যমে সরকারি অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছিলেন।

১৩। মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা ও এ সংক্রান্ত আইনসমূহ সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে ও শিখতে হবে। কারণ তারা বাজেট প্রস্তুতসহ সকল অর্থ বিলের ভেটিং এর কাজটি করে থাকেন। একারণে এই প্রশিক্ষণটি তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের ভবিষ্যতে অর্থ আইনের খসড়া প্রস্তুত ও নিরীক্ষাকার্যে সহায়তা করবে মর্মে মাননীয় মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

১৪। অতঃপর সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১১/৭/২০২১

(মোঃ মইনুল কবির)
সভাপতি